দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 MAR 2007
পৃষ্ঠা

লোন নিয়ে পড়াশোনা

স্বপন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার প্রায় ৯ মাস পর তার জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অসম্ভব হয়ে পরে; কারণ, তার বাবা ঢাকায় রেখে ছেলেকে পড়াশোনার খরচ চালাতে পারছেন না কিন্তু কি হবে স্বপনের? অনেক আশা নিয়ে ঢাকাতে এসেছে পড়াশোনার জন্য। তার সেই স্বপ্ন কি এভাবে ভেঙে যাবে? মন খারাপ করে দিন কাটাতে থাকে সে। হঠাৎ একদিন এক বন্ধু জানায়, ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে লোন নিয়ে পড়াশোনা চালানো যায়। বন্ধুর কথামতো ব্যাংকে যোগাযোগ করে সহজেই স্বপন একটা লোন পেয়ে যায়। মনে আনন্দ নিয়ে পড়াশোনা চালাতে থাকে সে। শুধু স্বপন নয়, বাংলাদেশে এরকম অনেকেই আছেন তারা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে পড়াশোনা করছে। আপনারা যারা এরকম লোন নিতে আগ্রহী তারা হয়তো জানেন না এরকম সহজ শর্তে ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া যায়।

হ্যাঁ, আপনিও পেতে পারেন শিক্ষা লোন।

ঋণ দিচ্ছে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান

দেশের ব্যাংক ঋণদানের খাতসমূহকে সঙ্কুচিত করে দিলেও বিশেষ সেবা প্রদান কর্মসূচির আওতায় দেশের বেশ কয়েকটি বেসরকারী ব্যাংক প্রতিষ্ঠান ছাত্র ঋণ দিয়ে থাকে। এর প্রধান উদ্দেশ্য, উচ্চবিত্তদের পাশাপাশি মধ্যবিত্তরাও যেন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। কিছু কিছু ব্যাংক একে 'ক্যারিয়ার লোন' বলে আবার কিছু ব্যাংক একে সরাসরি 'স্টুডেন্ট লোন' বা শিক্ষা লোন নামে প্রচার করে থাকে। কিছু শর্তসাপেক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে এ ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে।

উত্তরা ব্যাংকঃ উত্তরা ব্যাংক থেকে পার্সোনাল ঋণ স্কিমে ২০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত দিয়ে থাকে।

ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডঃ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে এইচডিএস নামের স্কিমের আওতায় পণ্যসামগ্রীর মূল্যের এক-চতুর্থাংশ ডাউন পেমেন্ট নিয়ে লোন দিয়ে থাকে।

প্রাইম ব্যাংকঃ প্রাইম ব্যাংকে একটি লোন স্কিম চালু আছে। এর আওতায় ১-৩ লাখ টাকা পর্যন্ত লোন নেওয়া যায়। প্রাইম ব্যাংকে এই ঋণ পরিশোধের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৫ বছর।

এইচএসবিসিঃ এইচএসবিসি ৫০ হাজার টাকা থেকে ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা অথবা ঋণ গ্রহণকারীর মাসিক আয়ের ৪ গুণ পরিমাণ টাকা ঋণ দিয়ে থাকে। এই ঋণ কোন প্রকার ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বা নগদ জামানত ছাড়া। এই ঋণ পরিশোধ করতে হয় ১২, ২৪, ৩৬, ৪৮ ও ৬০ মাসের মধ্যে। এছাড়াও ব্র্যাক ব্যাংক শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা লোন দিয়ে থাকে।

লোন উঠানোর যোগ্যতা

লোন পরিশোধে সক্ষম বিবেচিত যে কেউ এই ব্যাংকগুলো থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে লোন নিতে পারে। সাধারণত সরকারী কিংবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারী যাদের বেতন ১৫-১৮ হাজার টাকা তারাই এই লোনের সুবিধা পেয়ে থাকেন।

লোন নেওয়ার পদ্ধতি

অভিভাবকরা যদি তাদের সন্তানের জন্য শিক্ষা লোন নিতে আগ্রহী হন তবে উল্লেখিত ব্যাংকের যে কোন শাখায় গিয়ে মার্কেটিং ক্রেডিট বিভাগে যোগাযোগ করতে হবে। সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাই আপনাকে বিস্তারিত জানিয়ে দেবেন। তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজন তথ্যাদি ও ডকুমেন্ট যেমন আয়ের প্রমাণপত্র, কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির সনদ ও ছাত্র-ছাত্রীর সম্মতিপত্র জমা দিতে হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আপনার কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে ন্যূনতম সময়ে আপনার কাঙ্ক্ষিত লোন দিয়ে দেবে। ❑ **লাবণ্য হক**